অধ্যায় ২৬. যুদ্ধ আর যুদ্ধতে আত্ম-সচেতন অসম্মতি

বাইবেলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে "হত্যা কোর না", অথচ ঈশ্বর নিজেই অনেক মানুষকে মেরে ফেলবার জন্য ইস্রায়েলীয়দেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো যে যুদ্ধের প্রতি একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর মনোভাব কেমন হওয়া উচিৎ। আমরা আরো দেখবো রাজনীতি জড়িত হওয়া এবং জুরি হওয়ার বিষয়টি আমাদের কিভাবে দেখা উচিৎ।

অনুবাদকের টিকা: জুরি হল সমাজ থেকে স্বাধীন ভাবে বেছে নেওয়া কিছু লোক, যারা বিচারের বা আইনি মামলার সময় উপস্থিত থাকে। তারা কোর্টে উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে সবার সামনে নির্দিষ্ট কোন বিচারের জন্য তাদের নিজেদের রায় প্রদান করে। তাদেরকে সাধারণত সৎ, সত্য এবং নিরপেক্ষ রায় দেবার জন্য শপথ করানো হয়। তারা অনেকটা সাক্ষীর মত কিন্তু আসলে সাক্ষী না, তারা নিরপেক্ষ কিছু পর্যবেক্ষক এবং রায় দাতা।

মূল পাঠ: দ্বিতীয় বিবরণ ২০ অধ্যায় এবং মথি ৫:৩৮-৪৮

১. ইস্রায়েলিরা আসার আগে থেকেই যারা প্রতিজ্ঞাত দেশে বসবাস করতো, ঈশ্বর কেন ইস্রায়েলীদেরকে সেই সব লোকদেরকে ধ্বংস করতে বললেন? শিশুদের হত্যা করা ঠিক কাজ ছিলো?

২. ইস্রায়েলীরা যখন যুদ্ধ করতো তাদেরকে বিপক্ষ দেশের নারী আর শিশুদেরকে তাদের জন্য "লুট" হিসেবে নেবার অনুমতি ইস্রায়েলীদেরকে দেওয়া কি ঈশ্বরের জন্য ঠিক ছিলো?

৩. যুদ্ধের সময় কেন ঈশ্বর ফল গাছ গুলকে রক্ষা করতে আদেশ দিয়েছিলেন?

৪. প্রতিজ্ঞাত দেশের অন্যান্য জাতিদেরকে ধ্বংস করে ফেলবার জন্য ঈশ্বর বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, যীশু আমাদের দেন শিক্ষা দেন যেন আমরা আমাদের শত্রুদেরকে ভালোবাসি এবং আমাদের "সংগে যে কেউ খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই" যেন আমরা না করি। এধরনের দুটি পরস্পর বিরোধী ধারনার মধ্যে আপনি কিভাবে সামঞ্জস্য খুঁজে পান?

৫. মনে করুন, আপনার দেশ একটি নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী সেনা-বাহীনির হুমকির মুখে। এক্ষেত্রে আপনার প্রতিক্রিয়া বা পদক্ষেপ কি হবে? যদি আপনার পরিবার যদি সরাসরি হুমকির মুখে থাকত তাহলে আপনার পদক্ষেপ কি আলাদা হত?

যুদ্ধক্ষেত্রে ইস্রায়েল

প্রতিজ্ঞাত দেশে যে কনানীয়রা বাস করতো তাদেরকে যুদ্ধে ধ্বংস করে ফেলবার জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েলিদের আদেশ দেন। কনানীয়েরা প্রতিমাপূজা করতো, এবং তারা এমন সমস্ত পুতুল-পূজা এবং পাপময় কৃষ্টি-অনুষ্ঠান পালন করতো যা কোনভাবেই ইস্রায়েল জাতির জন্য গ্রহণযোগ্য ছিলো না। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন তার লোকেরা সব সময় পবিত্র আর বিশ্বস্ত থাকে। তিনি জানতেন যে কনানীয়দের ধর্মহীন রীতি-নীতি আর নিয়ম-কানুন ইস্রায়েল জাতিকে বিপথে নিয়ে যাবে।

প্রতিবেশী অনেক দেশের সঙ্গে ইস্রায়েল জাতি যুদ্ধ করেছিলো। তাদের বিরুদ্ধে আসা সৈন্যদের হুমকি থেকে তাদের জীবন, স্বাধীনতা আর দেশের সীমানা রক্ষ করতে ঈশ্বর তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। এই দেশটি ছিল ঈশ্বরের দেশ আর ইস্রায়েলীরা ছিল ঈশ্বরের লোক।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে হত্যা করা সব সময় অন্যায় নয়। আমরা যেমন দেখলাম যে ইস্রায়েল জাতিকে কোন কোন সময় হত্যা করতে বলা হয়েছিল। এছাড়া, মোশির নিয়মেও কোন কোন পাপের শাস্তি ছিলো মৃত্যুদণ্ড। (যাত্রা ২০:১৩; দ্বি বি ৫:১৭ পদগুলোতে) "নর হত্যা কোর না" এই আদেশটির অর্থ হল ঈশ্বরের যদি নির্দেশ না দেন তাহলে ইস্রায়েল জাতিকে যে কোন প্রকার হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক

ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য যীশু ভিন্ন জাতীদের (অর্থাৎ অযিহুদীদের) জন্য পথ খুলে দিয়েছেন, আর তাই ঈশ্বরের লোকেরা আজ বর্তমান পৃথিবীর সব যায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমরদের দেশের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক তা পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েলীয়দের সাথে তাদের দেশের যে সম্পর্ক ছিল তার থেকে অনেক আলাদা। আমরা যদি ইস্রায়েলে বাস করা যিহুদী না হই তাহলে, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা কোন দেশ পাই নি।

এমনকি, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আমরা কোন দেশেরই নাগরিক নই। বরং আমাদেরকে জানতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক (১ পিতর ২:১১ পদ দেখুন)।

> ...তোমরা আর অচেনা নও, বিদেশীও নও, কিন্তু ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে তোমরা তার রাজ্যের ও তার পরিবারের লোক হয়েছ। (ইফি ২:১৯)

ইস্রায়েল একটি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার আগে ঈশ্বরের লোকদের জন্যেও এই রকম একটা পরিস্থিতি ছিলো।

> . . . এ পৃথিবীতে যে তারা বিদেশী এবং পরদেশে বাসকারী তা তারা স্বীকারও করেছিলেন। যারা তা স্বীকার করেন তারা পরিষ্কারভাবে বুঝান যে তারা নিজেদের জন্য একটা দেশের খোজ করছেন. . . তারা আরও ভালো একটি দেশের, অর্থাৎ স্বর্গের (বা স্বর্গের মত এক দেশের) খোজ করছিলেন। সেইজন্য ঈশ্বর নিজেকে তাদের ঈশ্বর বলতে লজ্জা বোধ করেন না, কারণ তিনি তাদেরই জন্য একটা শহর তৈরি করেছিলেন। (ইব্রীয় ১১: ১৩-১৬)

আর তাই, আমাদের দেশের জন্য আমদের যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা যদি যুদ্ধ করি তবে তা আমদের জন্য অন্যায় হবে, কারণ ঈশ্বরের নিষেধ করা সত্ত্বেও আমাদের মানুষকে হত্যা করতে হবে। তাছাড়া, পৃথিবীর অনেক দেশে ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা ছড়িয়ে রয়েছেন, আর আমরা যদি যুদ্ধে যাই তাহলে হয়তো আমাদের বিশ্বাসী ভাই বোনদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে!

তোমার শত্রুদেরও ভালোবাসো

যীশু আমাদের শত্রুদেরকে ভালবাসতে বলেছেন, যারা আমাদের উপরে অত্যাচার করে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে আর দুষ্ট লোকদের প্রতিহত না করতে তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন। [তাহলে কেউ যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে আমাদের আত্মরক্ষা করা কি গ্রহণযোগ্য হবে?] রোমীয়দের কাছে পৌল লিখেছেন:

যারা তোমাদের অত্যাচার করে তাদের অমঙ্গল চেয়ো না বরং মঙ্গল চেয়ো...মন্দের পরিশোধে মন্দ কোর না. . . প্রিয় ভাইয়েরা,তোমরা নিজেরা প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং ঈশ্বরকেই শাস্তি দিতে দাও। পবিত্র শাস্ত্রে প্রভু বলেন "অন্যায়ের শাস্তি দেবার অধিকার কেবলমাত্র আমারই আছে, যার যা পাওনা, আমি তাকে তা-ই দেবো।" শাস্ত্রের কথামতো বরং "তোমার শত্রুর যদি খিদে পায় তাকে খেতে দাও; যদি পিপাসা পায় তাকে জল দাও।" এইরকম করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লা গাদা করে রাখবে।" মন্দের কাছি হেরে যেয়ো না কিন্তু ভালো দিয়ে মন্দকে জয় কর।

(রোমীয় ১২: ১৪ - ২১)

এই আদেশ অনুসারে একজন বিশ্বাসীর পক্ষে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া অসম্ভব।

অনেক দেশে, কিছু কিছু লোকের (বিশেষ করে যুবকদের) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক, বিশেষ করে যখন দেশটি কোন যুদ্ধে যায়। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য বিকল্প অবলম্বন করতে হবে। অতীতে, যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্য অনেক বিশ্বাসীদেরকে জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছে, এমনকি কাউকে কাউকে মৃত্যু বরণ পর্যন্ত করতে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

নর (বা মানুষকে) হত্যা কোর না

যাত্রা ২০:১৩; লেবীয় ২৪:২১; গণনা ৩৫:১৬-৩৪; দ্বি.বি. ৫:১৭; ১৯:১১-১৩; মথি ৫:২১-২২; ২৬:৫২; ১ যোহন ৩:১৫;

তোমাদের শত্রুকে ভালোবাসো

যাত্রা ২৩:৪-৫; গীত ৩৫:১১-১৭; হিতো ২৫:২১-২২; মথি ৫:৪৩-৪৪; লূক ৬:২৭-৩৫; ২৩:৩৪; প্রেরিত ৭:৬০; রোমীয় ১২:১৪; ১ পিতর ৩:৯

মন্দ লোকদের প্রতিশোধ নিয়ো না

১ শমূ ২৪:১০-১২; হিতো ২০:২২; ২৪:২৯; মথি ৫:৩৮-৪২; লূক ৬:২৯; রোমীয় ১২:১৭-২১; ১ করি ৬:৭; ১ থিষ ৫:১৫;

দেশের সরকারদেরকে ঈশ্বর নিযুক্ত করেন

যির ২৭:৪-৬; দানি ২:২০-২১; ৪:১৭; রোমীয় ১৩:১-২

শাসনকর্তাদের কাছে সমর্পিত হওয়া

রোমীয় ১৩:১-৭; তীত ৩:১-২; ১ পিতর ২:১৩-১৪

আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক

গীত ৩৯:১২; ইফি ২:১৯; ফিলি ৩:২০; ইব্রীয় ১১:১৩-১৬; ১ পিতর ১:১৭; ২:১১

দিব্য কোর না

মথি ৫:৩৪-৩৭; ২৩:১৬-২২; যাকোব ৫:১২।

রাজনীতিতে সংযুক্ত হওয়া

যীশু যখন এ পৃথিবীতে ছিলেন তিনি রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বাস করতেন। রোমীয়েরা সেই সময়ে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতো, তারা লোকদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে কর আদায় করতো, এবং যিহূদীদেরকে নিজেদের দেশ পরিচালনার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে রাখত। যিহুদিদের মধ্যে অনেক বিদ্রোহী ছিল যারা রোমানদের ক্ষমতাকে অপসরণ করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু যীশু তার দেশের রাজনীতি নিয়ে কোন মন্তব্য করেন নি, আর তিনি সেখানকার শাসন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করারও চেষ্টা করেন নি। তিনি বরং লোকদের রোমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলেছিলেন (মার্ক ১২:১৪-১৭)।

Zealots (যার আক্ষরিক অর্থ উদ্যোগী দল, এই) নামে যিহুদিদের একটি বিদ্রোহী দল ছিলো যারা রোমানদের বিপক্ষে বিষম ভাবে বিদ্রোহ করতো। জীলট বা উদ্যোগী দলের শিমোন পরিবর্তিত হয়ে প্রভু যীশুর একজন শিষ্য/প্রেরিত হয়েছিলেন।

অনুবাদকের টিকা: এই শিমনকে বাইবেলে অনেক সময়ে উদ্যোগী শিমন বলা হয়েছে ইংরেজিতে তাকে বলা হয়: Simon the Zealot

পৃথিবীটাকে কিভাবে সোজা করতে হবে বা তা আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ কিনা সে বিষয়ে বাইবেল আমাদেরকে কোন নির্দেশ দেয় না। তার বদলে, আমাদেরকে বলা হয়েছে যেন আমরা যে পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন, আমাদের দায়িত্ব হল একটি পবিত্র আর ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল জীবন যাপন করা।

প্রত্যেক দেশের সরকার, তা সে যতো খারাপই হোক না কেন, ঈশ্বর তাদের নিয়োগ করেছেন।

> প্রত্যেকেই দেশের শাসনকর্তাদের মেনে চলুক, কারণ ঈশ্বর যাকে শাসনকর্তা করেন তিনি ছাড়া আর কেউই শাসনকর্তা হতে পারেন না। ঈশ্বরই শাসনকর্তাদের নিযুক্ত করেছেন; এইজন্য শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায় সে ঈশ্বরের শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়। যারা এই রকম করে তারা নিজেদের উপরে শাস্তি ডেকে আনে। (রোমীয় ১৩:১-২)

আর সেই কারনে একজন বিশ্বাসীর পক্ষে কোন প্রতিবাদ কর্মসূচি বা রাজনৈতিক কার্যক্রমে যোগদান করা ঠিক নয়। তার বদলে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করি, যখন পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে।

দিব্য বা শপথ করা

যাকোবের চিঠিতে লেখা আছে :

> আমার ভাইয়েরা, আমি বিশেষভাবে এই কথা বলি, তোমরা স্বর্গ, পৃথিবী বা অন্য কোন জিনিষের নামে শপথ কোর না। তার চেয়ে বরং তোমাদের 'হ্যাঁ' হ্যাঁ'ই হোক এবং 'না' 'না'ই হোক যেন তোমরা বিচারের দায়ে না পড়ো। (যাকোব ৫:১২)

আর দেখুন মথি ৫:৩৪-৩৭।

তাই আমাদেরকে যদি বাইবেলের নামে শপথ করতে বলা হয়, আমাদের তা করা উচিৎ না। যীশু এবং যাকোব দুজনেই আমাদের বলেন যে এক সাধারণভাবে সম্মতি প্রদান করাই যথেষ্ট। যদি এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যেখানে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করা বাধ্যতামূলক সেখানে প্রায় সব সময়ই "সত্য বলার সম্মতি" সম্ভব ("সত্য বলার সম্মতি" হল, আপনি যে সত্য কথা বলবেন তার একটি লিখিত আইনি ঘোষণা)

বিচার করা (জুরী হওয়া)

কোন কোন সময়ে কোন কাউকে হয়তো জুরী হিসাবে বিচারের ভার দেওয়া হতে পারে। জুরী বলতে একদল সাধারণ লোককে বোঝায় যারা প্রধান বিচারকের পাশাপাশি একটি বিচারে কোন একটি ব্যক্তি দোষী কিনা তা নির্ধারণ করে। এই ব্যবস্থাটি বিশ্বাসীদেরকে বিভিন্ন সমস্যার মুখে উপস্থিত করে। যেমন, পৌল লিখেছেন:

> মণ্ডলীর বাইরের লোকদের বিচার করবার জন্য আমার কি দায় পড়েছে? কিন্তু মণ্ডলীর ভিতরের লোকদের বিচার করা কি তোমাদেরই উচিৎ নয়? (১ করি ৫:১২)

চিন্তার উদ্দীপক

১. ধরুন আপনাকে আপনার দেশের জন্য যুদ্ধ করতে ডাকা হোল এবং আপনি তা করতে রাজী হলেন না। তার বদলে আপনি কি সেনা বাহিনীর স্বাস্থ্য সেবা দলে (বা মেডিকেল কর্প এ) যোগ দিতে রাজী হবেন? এ ধরনের কাজে কি কি ধরণের সমস্যা বা জটিলতা থাকতে পারে?

২. পুরাতন নিয়মে অব্রাহম, যোষেফ, এবং দায়ূদের মত অনেক বিশ্বাসী লোকেরা শপথ/দিব্য করেছিলেন (আদি ২১:২৩-২৪; ২২:১৬; ৪৭:৩১; যাত্রা ২২:১০-১১; ১ শমূ ২৪:২১-২২; যির ৪৪:২৬; ৪৯:১৩)। এমন কি ঈশ্বর নিজেও শপথ করেছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্রায়েলীদেরকে শপথ করতে বলেছিলেন। তাহলে যীশু কেন আমাদেরকে শপথ/দিব্য করতে মানা করেছেন (মথি ৫:৩৪-৩৭)?

৩. লূক ২২:৩৫-৩৮ পড়ুন। যীশু কেন তার শিষ্যদেরকে তলোয়ার সঙ্গে করে রাখতে বলেছিলেন? তিনি কি কাউকে ব্যাঙ্গ করে বা নিন্দা পূর্বক এই কথা বলেছিলেন?

৪. একজন বিশ্বাসীর পক্ষে কি আত্মরক্ষার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ? একজন বিশ্বাসীর কাছে এ ধরনের শিক্ষার তাৎপর্য কি হবে?

৫. কোন কোন দেশে (যেমন অস্ট্রেলিয়ায়) ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক। এরকম পরিস্থিতিতে কি অমাদের ভোট দেওয়া উচিৎ? আমরা যদি ভোট দিতে না চাই, তা হলে ভোট কর্মকর্তাদেরকে আমরদের ভোট না দেওয়ার কারণ হিসেবে কি উত্তর দেব?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. পৌল কখনো কখনো শাস্তি এড়াবার জন্য তার রোমান নাগরিকত্ব ব্যবহার করেছেন, আবার কোন কোন সময়ে সে তার নাগরিকত্বের কথা উল্লেখ না করে শাস্তি ভোগ করেছেন, যদিও তিনি চাইলে সেই শাস্তি এড়াতে পারতেন। বাইবেলের একটি কনকরডেন্স (পদ খোজার অভিধান) ব্যবহার করে পৌল যে যে যায়গায় তার রোমান নাগরিকত্বের কথা উল্লেখ

করেছেন সেই পদগুলো খুঁজে বের করুন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কেন শাস্তি ভোগ করাকে বরণ করে নিয়েছিলেন বলে আপনি মনে করেন?

২. আমরা দেখলাম যে একজন বিশ্বাসীর পক্ষে সেনা বাহিনীতে যোগ দেওয়া ঠিক না। তার পক্ষে কি পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়া ঠিক হবে? আর যদি সে যোগ দেয়, তাহলে তাতে সে কি কি সমস্যায় সে জড়িত হতে পারে? একজন গোয়েন্দা বা সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে কাজ করা কি তার পক্ষে ঠিক হবে?

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- What the Bible teaches লেখক Harry Tennant (The Christadelphian কর্তৃক ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত)। ২৩ অধ্যায় “The disciple and the world”, ১৪ পৃষ্ঠা।
- The Christian and war লেখক J.B. Norris (The Christadelphian কর্তৃক ১০৫৪ সালে প্রকাশিত). ৩০ পৃষ্ঠা
- The gospel and strife লেখক A.D. Norris (The Christadelphian কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রকাশিত). ৪৫ পৃষ্ঠা
- Freedom in Christ লেখক H.A.Twelves (the Christadelphian কর্তৃক ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত) ১১অধ্যায়। politics ৮ পৃষ্ঠা
- Christ and protest লেখক Harry Tennant (The Christadelphian হতে প্রকাশিত). ১৬ পৃ
- The disciple and jury service লেখক H.A. Twelves (The Christadelphian Military Service Committee কর্তৃক ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত)। ২১ পৃষ্ঠা

আরও দেখুন

২৯. একে অন্যকে ক্ষমা করা

৩৪. পাহাড়ের উপর থেকে দেওয়া প্রভুর উপদেশ (অষ্ট কল্যাণ বাণী)

৪৯. কষ্টভোগ

৫৫. ভালবাসার বিধি-বিধান

৬২. জীবিকা ও পেশা